



## 306654 - ইসলামে চিন্তাভাবনা

### প্রশ্ন

আমি নাস্তিকদের ওয়েবসাইটে পড়ছি যে, ইসলাম চিন্তাভাবনা থেকে বারণ করে। আশা করব, আপনারা এ সংশয়টির জবাব দিবেন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

### এক:

একজন মুসলিমের উপর ওয়াজবি নজিরে ঈমান ও আকদি সংরক্ষণ করা। নজিরে সৃষ্টিগত প্রবৃত্তি ও চিন্তাচতেনার নরিপত্তার উপর গুরুত্বারোপ করা। নজিরে দ্বীনদারি ও অন্তর নিয়ে সংশয় ও ফতিনাগুলো থেকে পলায়ন করে। কারণ অন্তরগুলো দুর্বল। আর সংশয়গুলো ছনিতাইকারী। সামান্য চাকচক্য দিয়ে অন্তরগুলোকে ছনিতাই করা হয়। বদিতপন্থী ও পথভ্রষ্টরা সংশয়গুলোকে চাকচক্য দিয়ে সুশোভিত করেন। অথচ আসলে সগুলো ভিত্তহীন ও দুর্বল সংশয়।

বদিতী ও পথভ্রষ্টদের গ্রন্থগুলো পড়া কথিবা শরিকি ও কুসংস্কারপূর্ণ বইগুলো দেখা কথিবা অন্যান্য বক্ত ধর্মগ্রন্থগুলোতে নয়র দয়ো কথিবা নাস্তিকি ও মুনাফকিদের গ্রন্থ বা তাদের ইসলাম বরিতোধী চিন্তাধারা ও বাতলি সংশয়গুলো প্রচারকারী ওয়েবসাইটগুলোতে দৃষ্টি দয়ো জায়যে নয়। কবেল ঐ ব্যক্তির জন্ম জায়যে হতে পারে, যার শরয়ি জ্ঞান আছে এবং তিনি এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে এদের বরিন্দধে জবাব দতিে চান ও তাদের বভিন্নতগুলো তুলে ধরতে চান এবং তার সেই সক্ষমতা ও পূর্ণ যোগ্যতা আছে। পক্ষান্তরে, যার কাছে শরয়িতরে ইলম নাই সে যদি এগুলো পড়ে তাহলে অধিকাংশ ক্ষত্রে তাকে পরেশোনি পয়ে বসবে, অন্তরে একীন দুর্বল হয়ে যাবে এবং অন্তর য়ে সংশয়গুলোর মুখোমুখি হবে সগুলো অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে।

অনকে সাধারণ মানুষের ক্ষত্রে এমনটি ঘটছে। বরং অনকে তালবিল ইলমদের ক্ষত্রেও ঘটছে যারা এই বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলি না। শেষে পর্যন্ত তাদের তাদের কটে কটে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নাউযুবল্লাহ।

এ ধরণের কতিবগুলো যারা পড়নে তারা অধিকাংশ ক্ষত্রে এই ভবে প্রবঞ্চিত হন য়ে, তার অন্তর আলোকপাত করা সংশয়গুলোর চয়ে অধিক শক্তিশালী। হঠাৎ করে সে আবধিকার করে য়ে, ব্যাপক পড়তে পড়তে তার অন্তর এসব সংশয় এমনভাবে পান করছে য়া সে চিন্তাও করেনি। এ কারণে আলমে-উলামা ও সলফে সালহীনরে বক্তব্য হচ্ছে এ সকল গ্রন্থ



পড়া ও অধ্যয়ন করা হারাম।

আমরা 92781 নং প্রশ্নোত্তরে আলমেদরে মতামত উল্লেখ করেছি।

দুই:

ইসলামকে এর নিজস্ব উৎস থেকে জানতে হবে। ইসলামের মহান ও প্রধান উৎস: কুরআন-সুন্নাহ। ইসলাম ববিকে ও চিন্তাভাবনাকে মর্যাদা দিয়েছে। অনেকে আয়াতে এ মর্যাদা ফুটে উঠছে। কছি কছি বাক্য কুরআনে দশ দশবার পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হয়েছে। যমেন— لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (চিন্তাশীল লোকদের জন্য), لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (চিন্তাশীল লোকদের জন্য) (বুঝমান লোকদের জন্য)।

আল্লাহুতাআলা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দিকে আহ্বান করছেন; তিনি বলেন: "এটি একটি বিরকতময় কতিব, যা আমি আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানরো উপদেশে গ্রহণ করে।"[সূরা ছাদ, ৩৮:২৯]

তিনি তাঁর মাখলুক নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "তারা কি নিজদের সম্পর্কে ভবে দেখে না? আল্লাহুতাআলা আসমান ও জমনি এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু যথার্থভাবে ও একটি নিরদিষ্ট সময়ের তরে সৃষ্টি করছেন। কিন্তু অনেকে মানুষই (মৃত্যুর পর) তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।"[সূরা আর-রুম, ৩০:৮]

বরং জাহান্নামীরা তাদের ববিকে-বুদ্ধি থেকে উপকৃত না হওয়ায় আল্লাহুতাদের নিন্দা করছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেন: "তারা বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তাহলে জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না।'"[সূরা মুলক, ৬৭:১০] তিনি আরও বলেন: "তারা কি জমনি ভ্রমণ করেনি? করলে তাদের অন্তরগুলো এমন হত যা দ্বারা বুঝতে পারত; অথবা কানগুলো এমন হত যা দিয়ে তারা শুনতে পতে। কনেনা, চোখ তো (আসলে) অন্ধ হয় না, বরং বুকুরে ভতিররে অন্তরই (প্রকৃত) অন্ধ হয়ে থাকে।"[সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৪৬]

চিন্তাভাবনা একটি ইবাদত; এ আয়াতে আল্লাহুতাআলা সটো অবগত করে বলেন: "আসমান-জমনির সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে; যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমনির সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার মহিমা বর্ণনা করি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোষখরে আযাব থেকে রক্ষা করুন।'"[সূরা আল-ইমরান, ৩:১৯০-১৯১]

শাইখ সা'দী বলেন: আল্লাহুতাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমানসমূহ ও জমনির সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন— এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা



করার প্রতি, এগুলোর নদির্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার প্রতি এবং এগুলোর সৃষ্টি নিয়ে ভাবার প্রতি। আয়াতে "নদির্শন" শব্দকে অনদির্শিত রাখা হয়েছে। "অমুক বিষয়" এভাবে বলা হয়নি— নদির্শনাবলীর ব্যাপকতা ও সার্বিকতার দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য থেকে। কনেনা এগুলোর মধ্যে এমন বস্মিয়কর কিছু নদির্শন আছে যা দর্শনার্থীকে অভভূত করে, চিন্তাশীলকে সন্তুষ্ট করে, সত্যবাদীদের অন্তরকে কাছে টেনে আনে, আলোকতি ববিকেগুলোকে ইলাহি বিষয়াবলীর প্রতি জাগিয়ে তোলে। আর এগুলোর মধ্যে যে নদির্শনাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলোর খুঁটিনাটি পুরোপুরিভাবে জানা কোন মাখলুকরে পক্ষে সম্ভবপর নয়।

মোট কথা: এগুলোর মধ্যে সন্নিবেশিত মহত্ব, বশীলতা, গমন ও গতির যে শৃংখলা রয়েছে: সবকিছু মহান স্রষ্টির মহত্ব, তাঁর রাজত্বেরে বশীলত্ব ও ক্ষমতার প্রশস্ততার প্রমাণ বহন করে।

এগুলোর মধ্যে যে নপিুণতা ও দৃঢ়তা রয়েছে, সৃষ্টিক্রমেরে নতুনত্ব রয়েছে, কর্মেরে সূক্ষ্মতা রয়েছে সেসব কিছু প্রমাণ করে— আল্লাহ্‌প্রজ্ঞাময়, তিনি প্রতিটি জনিসিকে সস্থানে রাখেন এবং তাঁর জ্ঞান বসিত।

এগুলোর মধ্যে সৃষ্টিকুলেরে জন্ম যে উপকার রয়েছে সেটি আল্লাহ্‌র রহমতেরে বশীলতা, তাঁর অনুগ্রহেরে ব্যাপকতা, তাঁর কল্যাণেরে ব্যাপ্তি ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার আবশ্যিকতা প্রমাণ করে।

এ সবকিছু প্রমাণ করে যে, বান্দার অন্তর তার স্রষ্টির সাথে ও বধিতার সাথে সম্পৃক্ত থাকা, তাঁর সন্তুষ্টিরে জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরীক না করা; যগুলো নজিরে জন্ম কথিবা অন্যেরে জন্ম বন্দিমাত্র কিছু করার সক্ষমতা নাই। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌তাআলা বুদ্ধমিনদেরকে খাস বলছেন। যারা হচ্ছনে ববিকেওয়ালা। কনেনা এরাই এর দ্বারা উপকৃত, এরা ববিকেরে দ্রষ্টি, চোখ দিয়ে নয়।

এরপর আল্লাহ্‌ বুদ্ধমিনদেরে বশেষিত উল্লেখ করেন যে, তারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। এটি মুখেরে যকিরি, অন্তরেরে যকিরি সব ধরণেরে যকিরিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়াও অন্তর্ভুক্ত হবে; দাঁড়াতে না পারলে বসে পড়া, বসতে না পারলে শুয়ে পড়া। এবং তারা আসমানসমূহ ও জমনিরে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে যাত করে এর দ্বারা তারা এগুলোর উদ্দেশ্যেরে পক্ষে প্রমাণ পশে করতে পারে।

এতে করে প্রমাণিত হয় যে— চিন্তাভাবনা করা এমন ইবাদত যা আল্লাহ্‌কে যারা চনে আল্লাহ্‌র এমন বন্ধুদেরে গুণাবলী। যখন তারা এগুলো নিয়ে চিন্তা করে তখন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌এগুলোকে নরির্থক সৃষ্টি করেননি। তখন তারা বলে উঠে: "হে আমাদরে প্রভু, আপনি এটাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। যা কিছু আপনার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় আপনি সেসব থেকে পবতির। বরং আপনি এগুলোকে সৃষ্টি করছেন সত্য সহকারে, সত্যেরে জন্ম এবং সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, আমাদরেকে আপনি জাহান্নামেরে আগুন থেকে বাঁচান, গুনাহ থেকে বাঁচানোর মাধ্যমে। আমাদরেকে নকে আমলেরে তাওফকি দিনি যাত করে আমরা আগুন থেকে নাজাত পাই। [তাফসরিে সা'দী (১৬১) থেকে সমাপ্ত]



হাদসি এসছে:

আতা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) আয়শো (রাঃ)-র কাছে গেলোম। তখন আয়শো (রাঃ) উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) কে বললেন: এই বুঝি তুমি আমাদেরকে দেখতে আসার সময় হল? সবে বলল: আম্মাজান, পূর্ববর্তী কটে বলছেন: 'বরিত দয়ি সাক্ষাত কর এতে ভালবাসা বাড়বে।' আতা বলেন: তখন তিনি বললেন: রাখ তোমাদের এসব কথা। উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) বললেন: আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় কী ঘটনা দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্షণকাল নীরব থেকে বললেন, এক রাত্রে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, আয়শো! আজ রাত্রে আমাকে আমার প্রতাপালকরে ইবাদতেরে জন্য ছড়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নকিটে থাকতে পছন্দ করি এবং যা আপনাকে খুশি করে সেটোও পছন্দ করি। তখন তিনি উঠে পবিত্রতা অর্জন করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কোল ভজি গলে। তারপরও কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভজি গলে। এরপরও কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভজি গলে! (ফজররে আগে) বলিাল তাঁকে নামাযেরে খবর দতি এলেন। সবে যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন কনে? আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গনোহ মাফ করে দয়িছেন! তিনি বললেন: আমি কি (আল্লাহর) শোকরগুয়ার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর একটা আয়াত অবতীর্ণ হয়ছে। ধ্বংস তার জন্য, যবে সেটি পড়ছে, কনিতু তা নয়ি একটু চিন্তা-ভাবনা করনি:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

"আসমান-জমনিরে সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনেরে আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদেরে জন্য নদির্শন রয়ছে...; [সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০][সহহি ইবনে হব্বান (২/২৮৬), দেখুন: আস-সলিসলি আস-সাহহি (১/১৪৭)]

বড় চিন্তাবদি ও সাহিত্যিকি আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদেরে এ বিষয়ে একটা বিই আছে শরিনোম হল: التفكير فريضة إسلامية (চিন্তাভাবনা ইসলামে ফরয)। বইটি পড়া যতে পারে।